দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাংলা একাডেমির অভিধান

যে কোনো ভাষার শুদ্ধ ও মার্জিত ব্যবহারের জন্য অভিধান চর্চা খুবই দরকার। যে কোনো শব্দের অর্থ, প্রয়োগভেদ, শব্দের প্রকার, বুৎপত্তি, উচ্চারণ, বানান- মোটামুটি সবই জানা যায় অভিধান ঘেঁটে। নব্বই দশকের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রণীত এবং প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য কোনো অভিধান ছিলো না বললেই চলে। শহর ও গ্রামের সাধারণ শিক্ষার্থীদের পড়ার টেবিলে শোভা পেত এটি দেবের ডিকশেনারী। আর ছিলো সংসদ অভিধান। বাংলা থেকে বাংলা, ইংলিশ টু বেঙ্গলি এবং বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশেনারি বলিতে সংসদই ছিলো সর্বাধিক পরিচিত। আর ছিলো চলন্তিকা। সংসদ খুব ভাল অভিধান। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই অভিধানভুক্ত শব্দার্থ বাংলাদেশের মানুষের প্রায়োগিক ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর বাহিরেও অক্সফোর্ড, চেম্বার প্রভৃতি ইংলিশ ডিকশনারি আমাদের দেশে চালু ছিলো এবং আছে। তবে এইগুলি সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে খুব ব্যবহার করে, তাহা নয়। এমতাবস্থায় নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে বাংলা, ইংলিশ টু বেঙ্গলি এবং বেঙ্গলি টু ইংলিশ অভিধান। এছাড়াও কাছাকাছি সময়ের মধ্যে একাডেমি প্রমিত বাংলা বানান অভিধানসহ বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক অভিধান প্রকাশ করে।

বলাবাহুল্য, বাংলা একাডেমির এই উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। একাডেমি প্রকাশিত অভিধানসমূহের জনপ্রিয়তা পাইতেও সময় লাগে নাই। একেতো নিজেদের দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা, তাহার উপর দামেও কম। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং যাহারা ভাষা তথা শব্দ নিয়া কাজ করেন, তাহারা একাডেমির ডিকশেনারি গ্রহণ করেন। বাংলা একাডেমির ভিতরে কাণ্ড কারখানা যেরূপই ঘটিয়া থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের মনে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আছে উচ্চ ধারণা। এই প্রতিষ্ঠান হইতে অন্তত ভাষার ব্যাপারে ভুল কিছু শিক্ষা দেওয়া হইবে, এমনটি খুব কম লোকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু, সাধারণের বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান যোজন যোজন। একাডেমির ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশেনারির পাতায় পাতায় মুদ্রিত রহিয়াছে তাহার প্রমাণ। বাংলা একাডেমির নূতন মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ নিজেই এইকথা স্বীকার করিয়াছেন অকপটে। এমনকি, অভিধানটির সম্পাদক ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলগুলির কথা কবুল করিতে দ্বিধা করেন নাই।

এই বিষয়ে গত সোমবার নাতিদীর্ঘ একটি রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে পত্রিকান্তরে। রিপোর্টে বলা হয়, শব্দের বানান, অর্থ, প্রকৃতি নানাক্ষেত্রে রহিয়া গিয়াছে দৃষ্টিকটু ভ্রান্তি। এই অভিধানে ভুল সনাক্ত করা গিয়াছে কমপক্ষে ৩৪ ধরনের। বারো শতাধিক শব্দের পদগত সমস্যা রহিয়াছে। শব্দার্থের অসম্পূর্ণতা এবং ভুল সমানেই চোখে পড়ে। উপরন্তু, অনেক পরিচিত ও দরকারী শব্দ আছে, যেইগুলি এই ডিকশনারিতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রথম প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছু ভুলভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। মজার ব্যাপার হইল বাংলা একাডেমির এই ডিকশনারিটি প্রথম মুদ্রণের পর তিরিশবার ছাপান হইয়াছে। কিন্তু পরিমার্জনা করা হয় নাই। অভিযোগ আছে, পরিমার্জনা না করিবার পিছনে কারণ রাজনৈতিক দলীয় সংকীর্ণতা। দলীয়করণের ক্লেদপূর্ণ আক্রমণ হইতে জ্ঞান ও শিক্ষার জগতও যে মুক্ত ছিলো না, বাংলা একাডেমির ডিকশনারি তাহার আরো একটি প্রমাণ।

যাহা হউক, বাংলা একাডেমির ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারিসহ সবগুলি অভিধান যথার্থ পরিমার্জনা করিয়া নূতন সংস্করণ বাহির করা উচিত। সেইসঙ্গে মনে রাখা দরকার, সময়ের সাথে ভাষা বদলায়, নূতন শব্দ আসিয়া যুক্ত হয়, শব্দের নব নূতন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়, অর্থভেদ ঘটে। ভাষার এই নিত্য প্রবহমানতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত অভিধান প্রকল্পের কর্ম প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে বর্তমান থাকা উচিত। থাকা উচিত একটি স্থায়ী সম্পাদনা পরিষদ, যাহারা সমাজে, দেশে-বিদেশে নূতন নূতন যেইসব শব্দ আসিয়া যায়, প্রায়োগিক কারণে সেসব শব্দের অর্থভেদ ঘটিয়া গিয়াছে—এবং আরও বহুকিছু চয়ন করিবেন এবং প্রয়োজনমত অভিধানের পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করিবেন। মোটকথা অভিধান হইতে হইবে সবসময়ই সমকালীন এবং আধুনিক। বিষয়টির প্রতি আমরা কর্তৃপক্ষের কার্যকর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।